দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 20 MAR 1993
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

অধিক ব্যয় ও পরিশ্রমের জন্যে ছাত্ররা অন্য বিভাগে ভর্তি হচ্ছে

বিজ্ঞান শিক্ষার হার কমে আসছে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কুমিল্লা, ১৯ মার্চ।–বিজ্ঞান শিক্ষা আশংকাজনক হারে কমে যাচ্ছে। গত কয়েক বছরে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে অনীহা দেখা যাচ্ছে।

বিজ্ঞান নিয়ে যারা এসএসসি পাস করেছে এইচএসসি ভর্তির সময় তাদের বিরাট অংশ বিজ্ঞান বিভাগ ছেড়ে মানবিক বা বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হচ্ছে। প্রতি বছর বিজ্ঞান ছেড়ে দেয়ার সংখ্যা বাড়ছে। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে দেখা যায়, গত ১৯৯২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সমগ্র কুমিল্লা বোর্ড অর্থাৎ চট্টগ্রাম বিভাগের ১৫টি জেলায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে ৪০ হাজার ২৩০ জন। এর মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হয়েছে মাত্র ১২ হাজার ৪শ ৭৯ জন। অর্থাৎ প্রায় ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান বিভাগ ছেড়ে দিয়েছে। অনুরূপভাবে ১৯৮৭ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে পাস করেছে ২৭ হাজার ১৩৫ জন অথচ ১৯৮৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে আগের বছরের ফেল করা পরীক্ষার্থীসহ পরীক্ষায় অংশ নেয় ২০ হাজার ৫শ ৭৮ জন। ১৯৮৮ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে উত্তীর্ণ ৩১ হাজার ৩২৪ জন অথচ ১৯৯০ সালে আগের বছরের অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীসহ উচ্চ মাধ্যমিকের বিজ্ঞান পরীক্ষার্থী হয় ২০ হাজার ৫০২ জন। উল্লিখিত ৮৭ ও ৮৮ সালে মাধ্যমিক পাস করার পর বিজ্ঞান বিভাগ ছেড়ে দিয়েছে যথাক্রমে ১৩ হাজার ও ১৭ হাজার।

১৯৮৯ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগে উত্তীর্ণ ৩৪ হাজার ৮৪৩ জন উচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞানে ভর্তি হয় ১০ হাজার। ১৯৯০ সালে উত্তীর্ণ হয় ৯ হাজার। ভর্তি হয় ৫ হাজার। ১৯৯১ সালে মাধ্যমিক বিজ্ঞানে উত্তীর্ণ হয় ৪২ হাজার ভর্তি হয় ১৮ হাজার।

এভাবে প্রতি বছর ছাত্ররা মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হয়েছে অনেক কম। প্রতি বছরই কমে আসছে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা। অনুসন্ধান করে জানা গেছে, নবম শ্রেণীতে ও তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হচ্ছে। আগে অভিভাবকদের ইচ্ছাতেই ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞান বিভাগে নবম শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হত। এখন অনেক অভিভাবকেরও এ নিয়ে অনীহা দেখা দিয়েছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের শিক্ষা বোর্ডগুলিতেও বিজ্ঞান ছেড়ে দেয়ার প্রবণতা রয়েছে।

জানা গেছে, বিজ্ঞান বিভাগে পড়ালেখা চালাতে গেলে নিয়মিত লেখাপড়া করা মেধা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, প্রাইভেট পড়ার জন্য প্রচুর ব্যয় হয়, বিজ্ঞানের বই ও অন্যান্য উপকরণ–এর অধিক মূল্য, ব্যবহারিক পরীক্ষার ঝামেলা। সর্বোপরি মেডিক্যাল, প্রকৌশল ও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষায় সীমিত সুযোগ আছে।